



154215 - মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা জায়গে; বন্ডিপ করা হরাম

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদার হুকুম কী; যদি এ কান্নার সাথে গালে চপটোঘাত করা ও জামাকাপড় ছড়ো যুক্ত হয়; বিশেষতঃ কছিনারীদের পক্ষ থেকে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা জায়গে; যদি এর সাথে বন্ডিপ , গালে চপটোঘাত করা...যুক্ত না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ময়ে য়নব (রাঃ)-এর ছলে মৃত্যুতে কঁদেছেন। যমেনটি সহহি বুখারীতে (১২৮৪) উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছলাম। ইতোমধ্যে তাঁর এক ময়ে পক্ষ থেকে তাঁর কাছে লোক আসল; তার ছলে মারা যাচ্ছে। এজন্য তাঁকে ডাকার জন্য পাঠিয়েছেন...। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে গলে, তাঁর সাথে সাদ বনি উবাদা ও মুআয বনি জাবালও উঠে গলে। তখন শশিটকি তাঁর কাছে দয়া হলো। সে সময় শশিটির প্রাণ ছটপট করছিল; যনে সটে পানির মশকরে ভতের। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রু স্কিত হল। তা দেখে সাদ বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এটি কী? তিনি বললেন: এটি রহমত; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াবানদের প্রতি দয়া করেন।”

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর য়ারত করে কাঁদলে এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালে। এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য কমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কবর য়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।” [সহহি মুসলিম (৯৭৬)]

যদি কান্নার সাথে গালে চপটোঘাত করা, জামাকাপড় ছড়ো ও আল্লাহর তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সটে নাজায়গে। যহেতে আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি গালে চপটোঘাত করে, জামাকাপড় ছড়ি এবং জাহলৌ যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” [সহহি বুখারী (১২৯৪)]

নবী (রহঃ) বলেন:



“মরসিয়া-করন্দন, বলাপ করা, গালচে চড় মারা, জামাকাপড় ছড়ি ফেলো, চহোঁরাতো খামচি মারা, চুল ছড়ো ও হায়হুতাশ করে আরতনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবরে আলমেদরে সর্বসম্মতকিরমে হারাম। জমহুর আলমে স্পষ্টভাবে হারাম বলছেন...। একদল আলমে হারাম হওয়ার মরমে ইজমা উদ্ধৃত করছেন।”[শারহুল মুহায্যাব (৫/২৮১) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বারর বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **فإنّما وجب فلا تبكين باكية** (যদি অবধারতি হয়ে যায়; তাহলে করন্দনকারিনী হবে না)। এখানে অবধারতি হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থ হচ্চে: (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) মৃত্যুর পর চত্কার ও বলাপরে কোনে কিছু জায়যে নয়। তবে অশ্রু-বজিরসন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বধৈ হওয়ার পক্ষযে সাব্যস্ত হাদসি রয়ছে এবেং একদল আলমে এর পক্ষযে রয়ছেন।”[আল-ইসতযিকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“মুসলমানদরে উপর আবশ্যকীয় এসব ক্ষতেরে ধরৈয় ধারণ করা ও সওয়াব প্রাপ্তরি নয়িত করা; বলাপ না করা, জামাকাপড় না ছড়ো, গালচে চপটোঘাত না করা ইত্যাদি। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি গালচে চপটোঘাত করে, জামাকাপড় ছড়ি এবেং জাহলৌ যামানার আরতনাদ করে সে আমাদরে দলভুক্ত নয়।” যহেতে তিনি সহি হাদসি আরও বলছেন: “আমার উম্মতরে মধ্যযে জাহলৌ যামানার চারটি বিষয় রয়ছে; যগেলো তারা ত্যাগ করবে না: আত্মগুণ নয়ি অহংকার করা, বংশরে উপর কালমিালপেন করা, নক্ষত্ররে মাধ্যমযে বৃষ্টি প্রার্থনা এবেং মৃতরে জন্য বলাপ করা।

যহেতে তিনি আরও বলছেন: “যদি বলাপকারিনী নারী মৃত্যুর পূর্বযে তাওবা না করে তাহলে তাকে এমন অবস্থায় তোলো হবে য়ে, তার গায়যে থাকবে আলকাতরার জামা এবেং অভ্যন্তরীণ জামা হবে (তথা চামড়া হবে) খোসপাঁচড়ার।”[সহি মুসলমি]

নয়াহা (বলাপ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে: উচ্চস্বরযে মৃতরে জন্য করন্দন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “আমি প্রত্যকে উচ্চস্বরযে করন্দনকারিনী, মাথা-মুণ্ডণকারিনী ও জামা-ছনিনকারিনী থেকে মুক্ত।”। “মাথা-মুণ্ডণকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে- য়ে নারী মুসবিতরে সময় মাথার চুল ফলে দেয়ে কথিবা টনে তুলে ফলে। “জামা-ছনিনকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে- য়ে নারী বপিদরে সময় গায়রে জামা ছড়ি ফলে। আর “উচ্চস্বরযে করন্দনকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে- য়ে নারী মুসবিতরে সময় কণ্ঠস্বরকযে উঁচু করে। এর প্রত্যকেটি অধরৈয়রে বহিঃপ্রকাশ। তাই কোনে নারী বা পুরুষরে জন্য এর কোনেটি করা জায়যে নয়...”।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৩/৪১৪) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।